দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ DEC. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সমাবর্তন ঃ ঢাকা ভার্সিটি ছিল অবরুদ্ধ এলাকা

হলগুলোতে তালাবন্দী করে রাখা হয় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঃ ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভ ঃ অনুষ্ঠানে বিশৃংখলা

ছবি- ইকবাল হাসান নান্টু ॥ গতকালের হরতাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন চলাকালে রোকেয়া হলের অবরুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা তালাবদ্ধ গেটের নিকট মাথায় কালো কাপড় বেঁধে এবং কালো পতাকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিতর্কিত ডক্টরেট ডিগ্রী দেবার প্রতিবাদ জানায়। তারা ছাত্রলীগের মেয়ে কর্মীদের কাছ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার ছবি কেড়ে নিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলে এবং তা পদদলিত করে থু থু নিক্ষেপ করে (বামের ছবি)। ডানে রোকেয়া হলের বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা হল গেটের তালা ভেঙ্গে এবং পুলিশী প্রতিরোধ উপেক্ষা করে গেটের মাথায় উঠে কালো পতাকা প্রদর্শন করে। হলগেটের বাইরে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি নিয়ে আনন্দ মিছিলকারী এবং বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রীদের প্রতিরোধকারী মুজিববাদী ছাত্রলীগের বহিরাগত মেয়েদেরও তারা সরকারবিরোধী শ্লোগানসহ দীর্ঘক্ষণ দলবদ্ধভাবে কালো পতাকা দেখায়

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সাধারণ সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে গতকাল (শনিবার) গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছিল অবরুদ্ধ। হাজার হাজার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রলীগ কর্মীদের সশস্ত্র অবস্থানের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় যানবাহনসহ সাধারণ মানুষের চলাচল ছিল বন্ধ। ফলে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য গতকাল ক্যাম্পাসে কারফিউ'র ন্যায় পরিস্থিত বিরাজ করছিল। হলগুলোতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বন্দিদশায় থেকেও একদলীয় সমাবর্তন ও শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে রোকেয়া হলে ছাত্রদলের কর্মীরাসহ সাধারণ ছাত্রীরা।

নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি ছাত্রলীগ ক্যাডারদেরও যেন গতকাল ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। গত শুক্রবার রাত থেকেই ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের কর্মসূচী ঠেকাতে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি এলাকায় সশস্ত্র পাহারা বসায়। এছাড়াও গতকাল নগরীর বিভিন্ন উপকণ্ঠ থেকে হাজার হাজার ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করে রাখে। ছাত্রলীগের বহিরাগতদের দিয়ে এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গতকাল ভরে ফেলা হয়েছিল। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেত-কর্মী ছাড়া অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেয়ার ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

সমাবর্তন ঃ ঢাকা ভার্সিটি ছিল অবরুদ্ধ এলাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকাল ৮টার দিকে ছাত্রদলের রোকেয়া হল শাখার নেত্রী শামী আক্তার কয়েকজন ছাত্রীসহ ক্যাম্পাসে প্রবেশের জন্য শাহবাগে আসেন। কিন্তু পুলিশ তাদের দীর্ঘক্ষণ আটকিয়ে রাখলেও কাউকেই প্রবেশ করতে দেয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলই গতকাল ভোর থেকেই তালবদ্ধ করে রাখা হয়। ছাত্র হলগুলোর পাশাপাশি ছাত্রী হলগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ছাত্রলীগ নেতারা গত শুক্রবার রাতে এবং গতকাল সকালে হলের প্রত্যেকটি রুমে গিয়ে ছাত্রদেরকে ছাত্রলীগের মিছিলে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়। সাধারণ ছাত্রদের গতকাল জোরপূর্বক ছাত্রলীগের মিছিলে নিয়ে আসা হয়।

গতকাল ভোর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল দুটি কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে তালাবদ্ধ করে রাখে এবং গেটের বাইরে প্রচুর পুরুষ পুলিশসহ মহিলা পুলিশের পাহারা বসায়। ছাত্রদলের নেত্রীবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকসহ শত শত সাধারণ ছাত্রী সকালে হলের বাইরে আসতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় এবং বাইরে উপস্থিত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীদের নেতৃত্বে ছিলেন। বাধা পেয়ে ভেতরের মেয়েরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং কিছুক্ষণ পরে সবাই রোকেয়া হলের গেটের নিকটে জড়ো হয়ে একদলীয় সমাবর্তন ও প্রধানমন্ত্রীকে বিতর্কিত ডক্টরেট ডিগ্রী দেবার প্রতিবাদে শ্লোগান দেয়। এসময় পুলিশের সাথে তাদের দীর্ঘক্ষণ তর্কাতর্কি হয়। ছাত্রদলের নেতৃত্বে সরকারবিরোধী অন্যান্য ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্রীরা হলের বাইরে আসতে না পেরে ভেতরে কালো পতাকা মিছিল এবং সমাবেশ করে। তারা হল গেটের গ্রীল বেয়ে উপর উঠে ও বাইরে আনন্দ মিছিলকারী ছাত্রলীগ ও পুলিশের দিকে কালো পতাকা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। এ সময় পুলিশ ও ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সহযোগিতায় ছাত্রলীগের বহিরাগত মেয়েরা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার প্ল্যাকার্ড নিয়ে ছাত্রদলের মেয়েদের প্রতি তেড়ে আসে এবং কালো পতাকা কেড়ে নেবার চেষ্টা চালায়। ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ মেয়েরাও লোহার ফটকের ওপর দাঁড়িয়ে ছাত্রলীগের ঐসব ছবিসম্বলিত প্ল্যাকার্ড কেড়ে নেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার ছবি ভেঙ্গে পায়ে দলে থু থু দিতে থাকে। তারা শ্লোগান দেয়- 'ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রী মানি না', ইত্যাদি। দু'পক্ষই যুদ্ধংদেহী হয়ে ওঠলে পুলিশ গেট নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খায় এবং ছাত্রদলের মেয়েরা তালা ভেঙ্গে বাইরে এসে দু'দফা ছাত্রলীগের ছেলেমেয়েদের [illegible] উল্লাসরত ছেলেমেয়েদের প্রতি পচা ডিম, ড্রেনের পানি, কেন্টিনের ডাল, হোয়াইট ওয়াশের চুনগোলা, চুলার ছাই, ধুলাবালি, ইট-পাটকেল ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। ছাত্রলীগের বহিরাগত মেয়েরাও তাদের প্রতি ঢিল ছুঁড়ে। দুপুর ১টা পর্যন্ত এভাবে ছাত্রদলের মেয়েদের সাথে পুলিশ ও ছাত্রলীগের ছেলেমেয়েদের বাদানুবাদ, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, শ্লোগান, পাল্টা শ্লোগান, উত্তেজনা চলতে থাকে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগ সম্পাদক অজয় কর খোকন ও বলরাম পোদ্দার তাদের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে রোকেয়া হল গেটে ছাত্রদলের মেয়েদের গালাগালি করে এবং হুমকি দিয়ে চলে যায়।

ক্যাম্পাসে বাম সংগঠনগুলোর মিছিলে বাধা

প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠনসমূহের জোট গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যেরও গতকাল মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচী ছিল। এ উদ্দেশ্যে নেতাকর্মীরা সকাল থেকে মধুর কেন্টিনে জমায়েত হয়। সকাল ৯টার দিকে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মধুর কেন্টিন ঘিরে ফেলে। পরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা এসে পুলিশকে সরিয়ে দেয়। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের মিছিলটি এ সময় মধুর কেন্টিন থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে হাকিম চত্বর সংলগ্ন কলাভবনের প্রধান ফটক অতিক্রম করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের পাশে দাঁড়ানো ছাত্রলীগ কর্মীরাও এ সময় ছাত্রঐক্যের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে গালাগালি ও কটূক্তি করে। পুলিশ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের যৌথ প্রতিরোধের মুখে সেখানেই গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের সমাবেশ

ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করায় আমন্ত্রিত অতিথিদের অধিকাংশই অনুপস্থিত থাকেন। প্রায় ৮ হাজার গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে মাত্র ১৪৮৬ জন সমাবর্তনে রেজিস্ট্রেশন করলেও তার মধ্য থেকেও অর্ধেকের মত অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি কোন কোন ডিপার্টমেন্টের একজনও আসেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক গ্র্যাজুয়েটই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই প্রোগ্রামে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। ফাঁকা আসনগুলো পূরণ করতে হাজী সেলিমের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের 'প্রায় ৭/৮শ' নেতাকর্মীকে অনুষ্ঠানে ঢুকতে দেয়া হয়। এদের ছিল না কোন বৈধ প্রবেশাধিকার। তারা সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী- এটাই ছিল বড় পরিচয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অছাত্র বা বহিরাগত সন্ত্রাসী। ছাত্রলীগের এসব কর্মী অনুষ্ঠান চলাকালে আসন ছেড়ে উঠে হাঁটাহাঁটি করলে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্যহানি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে। এমনকি ছাত্রলীগের অনেক নিম্ন সারির কর্মীদের প্রথম দিকের সারিতে আমন্ত্রিত অতিথিদের আসনে বসতে দেখা যায়। মূলত এভাবে পুরো সমাবর্তন অনুষ্ঠানটিই আওয়ামী লীগের একটি দলীয় উৎসবে পরিণত হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও নানা বিশৃংখলার ঘটনা ঘটে। মহড়া ঠিকভাবে না হওয়ায় অনেক গ্র্যাজুয়েটকেই দাঁড়িয়ে হট্টগোল, হাততালি দিতে দেখা যায়। এছাড়া অনুষ্ঠানস্থলের অল্প দূরে দাঁড়িয়েই অনেক ছাত্রলীগ কর্মী জয় বাংলা শ্লোগান তুলে। ফলে অনুষ্ঠানে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এছাড়া সার্বিক উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। সমাবর্তনের দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে এমএ ডিগ্রীধারীদের নাম ঘোষণা করার জন্য মাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি শাহাদত আলীর নাম ঘোষণা করা হয়। অথচ তিনি এ সময় অনুপস্থিত ছিলেন এবং খানিকটা দেরী করে দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেন। এছাড়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের সনদ বিতরণের সময় একজনের স্থলে আরেকজনের নাম ঘোষণা করা হলে ডিগ্রীধরীরাও বিপাকে পড়েন।

সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদ, আইন অনুষদ ও ফার্মেসী অনুষদের ডীনরা প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের প্রতিবাদে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। ফলে এ সকল অনুষদের অন্তর্ভুক্ত গ্র্যাজুয়েটদের নাম অন্য অনুষদের ডীনদের দিয়ে ঘোষণা করা হয়।

এক হাজার টাকা দিয়ে সমাবর্তনে নাম তালিকাভুক্তি করলেও অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটই অনুষ্ঠানের স্যুভেনির পাননি। ফলে তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিক্ষুব্ধ গ্র্যাজুয়েটদের অনেকেই এ সময় মন্তব্য করেন- টাকা দিয়ে সমাবর্তনে যোগ দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, ছাত্রলীগ কর্মী হলেই যথেষ্ট ছিল। স্যুভেনির না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ গ্র্যাজুয়েটদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারী প্রহৃত হয় বলে জানা গেছে। মূলত এভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি একদলীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতা ও কর্মীদের উপর পুলিশী তাণ্ডবের প্রতিবাদে এই কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

গতকাল সন্ধ্যায় ২৯, মিন্টো রোডে অনুষ্ঠিত লিয়াজোঁ কমিটির সভায় এম, শামসুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন।

লিয়াজোঁ কমিটির সভা শেষে নেতৃবৃন্দ প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ সমাবর্তনের প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠনগুলোর আহবানে জনগণ হরতাল পালন করায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। সরকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার জন্য পুলিশ দিয়ে যে তাণ্ডব চালিয়েছে তা সভ্য জগতে বিরল ঘটনা। এছাড়া থানার দরজা বন্ধ করে রাখাও এদেশে প্রথম ঘটনা। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে লিয়াজোঁ কমিটির পক্ষে বিএনপি চেয়ারপার্সনের তথ্য উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদ বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি। এই অবৈধ নির্বাচনে কে কি করল তা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। আমাদের একটিই বক্তব্য এবং তা খুবই স্পষ্ট; সেটি হল- এই নির্বাচন আমরা মানি না। মহিউদ্দিন চৌধুরীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনের সরকারী আয়োজন প্রসঙ্গে সাংবাদিকগণ জনাব আনোয়ার জাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন [illegible]

তারিখ DEC. 1 9 1999
পৃষ্ঠা কলাম